সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

সিইউএসটি

চাকুরির শর্তাবলী সংবিধি

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

(সিইউএসটি)

চাকুরির শর্তাবলী সংবিধি

চাকুরির শর্তাবলী সংবিধি

শিরোনামঃ এই সংবিধিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ১৬(৫) এবং ৩৭ ধারা অনুযায়ী চাকুরির শর্তাবলী সংবিধি হিসাবে অভিহিত করা হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই সংবিধিতে-

ক) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি;

খ) "বোর্ড অব ট্রাস্টিজ" অর্থ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এর বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ;

গ) "সিন্ডিকেট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;

ঘ) "ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

ঙ) "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

চ) "ট্রেজারার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার;

ছ) "রেজিস্ট্রার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

জ) "বিভাগীয়/অনুষদ/ অফিস প্রধান" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয়/অনুষদ/অফিস প্রধান;

ঝ) "শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী নিয়োগকৃত যে কোন শিক্ষক;

ঞ) "কর্মকর্তা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনানুযায়ী নিয়োগকৃত যেকোনো কর্মকর্তা

ট) "কর্মচারী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত এবং স্বীকৃত কর্মচারিগণ।

৩। **সংবিধি প্রযোজ্যঃ** বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার ব্যতীত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই চাকুরির শর্তাবলী সংবিধি প্রযোজ্য হইবে।

৪। **আইনের প্রধান্যঃ** চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত অন্য যে কোনো আইন/ নিয়ম/ আদেশ যাহা কিছুই থাকুক না কেন তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইয়া এই চাকুরির শর্তাবলী সংবিধি অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

৫। সাধারণ নিয়মাবলীঃ

ক. কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত আর্থিক সুবিধা সম্বলিত কোনো পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন চাকুরি অথবা প্রকল্প অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অথবা নিজ নামে অথবা অথবা তাঁহার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের নামে পরিচালিত কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত হইতে পারিবেন না, যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে । শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিবে না, কিংবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না- বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হইলে এমন কোনো কাজে নিয়োজিত হইবার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতির প্রয়োজন হইবে না। তবে উহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে ।

খ. বিশ্ববিদ্যায়ের ক্ষমতা/কর্তৃত্ব ব্যবহার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্তিৃপক্ষের কোনো সদস্য অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঠিকাদারী/মনিহারি দ্রব্যাদি সরবরাহকারী/মুদ্রণ সংস্থা/কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোনো আর্থিক লেনদেনে জড়িত হইতে পারিবেন না।

গ. যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদমর্যাদা ও বেতন ঠিক রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো অফিস/বিভাগ/শাখায় যেকোনো সময় বদলি করিবার ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে। শর্ত থাকে যে, উক্ত বদলির কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীর চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকিবে ।

ঘ. বিনা নোটিশে কর্তব্যে অনুপস্থিত থাকা যেকোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুরির ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ৩০ দিনের অধিক সময়কালের জন্য বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুরীর ক্ষমতা সিন্ডিকেটের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ঙ. প্রত্যেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা কার্যক্রম এবং পাঠ্যসূচী বহির্ভুত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত সকল ধরনের সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

চ. প্রত্যেক শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও আদেশানুযায়ী কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকিবেন;

ছ. সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালযয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শিক্ষা বা প্রশাসনিক যেকোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং অর্জিত দায়িত্ব/কর্তব্য পালনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনীহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

জ. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসন সংক্রান্ত কোনো কমিটি গঠন করিবার সময় সাধারণভাবে পদমর্যাদার/ পদাধিকারবলে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকেই সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রধান নিয়োগ করিতে হইবে । তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে অন্যভাবেও কোনো কমিটি গঠিত হইলে কমিটির প্রধান ও সকল সদস্য কমিটির দাযয়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

পূর্বোক্ত ঙ, চ, ছ ও জ ধারা পালনে কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যর্থ হইলে ঐ ব্যর্থতাকে অবাধ্যতা (Insubordination) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

ঝ. স্বাভাবিক অবস্থা/পরিস্থিতি অথবা/এবং চাকুরি শৃঙ্খলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় ক্ষতিকর আচরণ অথবা আইন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সাধারণ কোনো ভদ্রলোকের জন্য অশোভন আচরণ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত কেনো চুক্তি ভঙ্গ করা যাইবেনা । ইহাকে অসদাচরণ (Misconduct) হিসাবে গণ্য করা হইবে;

ঞ. অশোভন চরিত্র/কার্যকালাপ/ব্যবহার অথবা নারী-পুরুষ বৈষম্য অথবা যৌন নিপীড়নে জড়িত হওয়া যাইবে না । ইহাকে নৈতিক স্খলন (Moral turpitude) হিসাবে গণ্য করা হইবে ।

ট. প্রত্যেক শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অথবা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বিভাগীয়/ অফিস প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বাধা সৃষ্টি করা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করা অথবা আদেশ পালনে অনীহা প্রকাশ করা যাইবে না। ইহাকে অবাধ্যতা (Insubordination) হিসাবে গণ্য করা হইবে ।

ঠ. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন, নিযম-নীতি বহির্ভুত কোনো কর্মকান্ডে অথবা আর্থিক কোনো অনিয়মের সঙ্গে জড়িত হওয়া যাইবে না । ইহাকে দূর্নীতি পরায়ণ (Corrupt) হিসাবে গণ্য করা হইবে ।

ড. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ৭ (সাত) দিনের অধিক কর্মদিবস ব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে সংরক্ষিত আবাস্থল/স্টেশন ঠিকানা ত্যাগ করা যাইবে না । এই ধরনের ঠিকানা ত্যাগকারী শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারিকে পলাতক/নিখোঁজ (absconder/untraceable) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

ঢ. বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত অথবা ভবিষ্যতে প্রণীতব্য যেকোনো সংবিধি, বিধি বা আইন ও আদেশ মান্য করিতে প্রত্যেক শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাধ্য থাকিবেন। ইহার ব্যতিক্রমকে অসদাচরণ (Misconduct) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

৬। উপরোক্ত শর্তাবলীর যেকোনো এক বা একাধিক শর্ত ভঙ্গকারী শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা সংবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

৭। সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবেন।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বেতন কাঠামোর আওতায় বেতন ও অন্যান্য ভাতা প্রদান করা হইবে ।

৯। বার্ষিক প্রতিবেদন।

প্রত্যেক শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনের ব্যবস্থা থাকিবে । সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অফিস প্রধানগণ প্রতিবেদনের পূরণকৃত "ফরম" রেজিস্ট্রার দপ্তরে জমা দিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন পরবর্তী বেতন বৃদ্ধি/পদোন্নয়ন বিবেচনার পূর্বেই ব্যক্তিগত নথিতে ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে । উক্ত বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন ভাইস-চ্যান্সেলরের বিবেচনায় সন্তোষজনক না হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরবর্তী বেতন বৃদ্ধি/পদোন্নয়ন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার দুর্বলতাসমূহ অবহিত করিয়া নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তাহা সংশোধনের সুযোগ দিতে পারিবেন। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অফিস প্রধান পুনরায় অন্তবর্তীকালীন গোপন প্রতিবেদন জমা দিবেন । উক্ত প্রতিবেদন যদি ভাইস-চ্যান্সেলরের বিবেচনায় সন্তোষজনক না হয়, সেই ক্ষেত্রে তিনি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধি/পদোন্নয়ন বন্ধ করিতে পারিবেন যাহা আর কখনও প্রদেয় হইবে না অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা সংবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে । বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন উচ্চতর পদে নিয়োগ অথবা বদলি অথবা কোনো মনোনয়ন অথবা কোনো দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনিতে হইবে। বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থ্যাবলীর একটি সার সংক্ষেপ সিন্ডিকেটকে অবহিত করিতে হইবে।

শর্ত থাকে যে, সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপন প্রতিবেদনের এক কপি ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত থাকিবে। বিভাগীয়/অফিস প্রধানগণের বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১০। **নিয়োগঃ**

ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার ব্যতীত সকল শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নিয়োগ ও তাঁহাদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত প্রস্তাব বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের নিকট সিন্ডিকেট কর্তৃক উপস্থাপন করিতে হইবে।

১১। সাধারণভাবে সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে।

১২। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বেতন কাঠামো অথবা থোক অথবা অন্য যেকোনো নিয়মে বেতন-ভাতা প্রদান সাপেক্ষে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী গঠিত শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে শিক্ষক, এবং উক্ত আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটির সুপারিশ সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে। কর্মচারিগণের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রস্তাব সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজে উপস্থাপন করিতে হইবে।

১)	প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর/ট্রেজারার (ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত)	সভাপতি
২)	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ২ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য	সদস্য
৩)	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ অনুষদ প্রধান/ অফিস প্রধান	সদস্য
৪)	রেজিস্ট্রার	সদস্য-সচিব

শর্ত থাকে যে, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার, উভয়ের অর্বতমানে ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। আরো শর্ত থাকে যে, শিক্ষক / কর্মকর্তা / কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে **১** (এক) বৎসরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে হইবে,যাহা পরীক্ষণ (Probation) হিসাবে গণ্য হইবে । উক্ত চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিভাগ / অফিস প্রধানের চাকুরির সন্তোসজনক রিপোর্টের ভিত্তিতে উক্ত চাকুরি স্থায়িকরণের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের মন্তব্যসহ সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করিতে হইবে।

১৩। **অনানুষ্ঠানিক (Adhoc) নিয়োগঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে জরুরী বিবেচনায় সর্বোচ্চ **১৮০** (একশত আশি) দিনের জন্য শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রয়োজনবোধে উক্ত নিয়োগের মেয়াদ অনধিক **১৮০** (একশত আশি) দিন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতাও ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।
তবে শর্ত থাকে যে, বর্ধিত সময়কালের মধ্যে নিয়োগ নিয়মিত করা না হইলে, উক্ত (অনানুষ্ঠানিক) নিয়োগ স্বয়ংক্রীয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধরনের নিয়োগ, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা নিয়োগকৃত ব্যক্তির (যে কোনো পক্ষ) হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ অথবা নোটিশের পরিবর্তে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মূল বেতন অগ্রিম পরিশোধের মাধ্যেমে বাতিল করা যাইবে।

শর্ত থাকে যে, অ্যাডহক (অনানুষ্ঠানিক) ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারী পরবর্তী পর্যায়ে অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের চাকুরিকাল মোট চাকুরিকালের সঙ্গে যুক্ত হইবে এবং উক্ত অ্যাডহক ভিত্তিতে চাকুরিকাল চাকুরির জ্যেষ্ঠতা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে ভাইস-চ্যান্সেলরের অবর্তমানে এই ধরনের অনানুষ্ঠানিক/ বা অ্যাডক ভিত্তিতে নিয়োগের ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

১৪। **চুক্তিভিত্তিক নিয়োগঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে এবং শিক্ষা / প্রশাসনিক স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া যাইবে। ভাইস-চ্যান্সেলর অনধিক ১৮০ (এবশত আশি) দিনের জন্য নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন । তিনি প্রয়োজনে উক্তরূপ নিয়োগের মেয়াদ অনধিক ১৮০ (একশত আশি) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

এই ধরনের নিয়োগ পরবর্তী সময়কালের জন্য বর্ধিত করিতে হইলে নিম্নরূপ একটি কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হইবে;

১)	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর/ ট্রেজারার	সভাপতি
২)	ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত অনুষদের একজন ডীন	সদস্য
৩)	সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অফিস প্রধান	সদস্য
৪)	রেজিস্ট্রার	সদস্য-সচিব

শর্ত থাকে যে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার উভয়ের অর্বমানে, ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। তবে ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারারে অবর্তমানে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি উক্ত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, নিয়োগ বর্ধিতকরণ এবং উল্লিখিত কমিটির সভাপতি এর দাযিত্ব পালন করিতে পারিবেন। আরো শর্ত থাকে যে উক্ত কমিটির সদস্যের ক্ষেত্রে এই নিয়োগ বর্ধিত করণের সুপারিশ প্রয়োজন হইলে, ভাইস-চ্যান্সেলর । কমিটির সভাপতি অন্য একজন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে সদস্য/সদস্য-সচিব মনোনীত করিবেন।

উক্ত কমিটির কর্মপরিধিঃ

ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা

খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উপযুক্ততা (Fitness) /সুস্থতা (Healthiness) বিবেচনা;

গ) প্রতিবার সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসরের জন্য কমিটির সভাপতি নিয়োগের সুপারিশ।

উল্লিখিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভাইস-চ্যান্সেলর, তাঁহার বিবেচনায় যথাযথ এমন সময়কালের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বর্ধিত করিতে পারিবেন। শর্ত থাকে যে, এই কার্যক্রম সিন্ডিকেটে রিপোর্ট করিতে হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধরনের চুক্তিভিত্তিক নিয়েগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সের কোন সীমাবদ্ধতা থাকিবে না।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত অথবা উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত মূল বেতন (চুক্তিভিত্তিক) হইতে নির্ধারিত গ্রস পেনশন (কম্যুটেশন/সমর্পণ করার পূর্বের অংক) এবং বিশেষ অতিরিক্ত পেনশন, যদি থাকে, বাদ যাইবে না।

চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত ব্যক্তি কোন বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্য হইবেন না। তিনি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সময়কালের জন্য নির্ধারিত বেতন প্রাপ্য হইবেন। তবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য সকল ধরনের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১৫। নিয়োগপত্র:

প্রত্যেক নিয়োগের জন্য একটি লিখিত নিয়োগপত্র/চুক্তিপত্র (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নমুনা অনুযায়ী) থাকিবে যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে রেজিস্ট্রার স্বাক্ষর করিবেন।

১৬। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ:

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে কোন সৃষ্ট পদে অথবা কোন সৃষ্ট পদ না থাকা সত্ত্বেও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে । সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/ কর্মকর্তা/কর্মচারীর শ্রেণী অনুযায়ী দৈনিক মজুরির হার ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

শর্ত থাকে যে, ভাইস-চ্যান্সেলরের অবর্তমানে উক্ত নিয়োগের ক্ষমতা বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

খ) দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক/ কর্মকর্তা/কর্মচারী পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযয়মিত চাকুরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/ কর্মকর্তা /কর্মচারীকে পূর্বের দৈনিক মুজুরির ভিত্তিতে নিয়োগকালের চাকুরি গণনা অথবা ঐ চাকুরিকালের কোনো প্রকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাইবে না।

১৭। **বেতন নির্ধারণ:** সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল বেতন নির্ধারণের ক্ষমতা নিয়োগ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে যেকোনো নূতন নিয়োগ অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নবায়নের সময় বিশেষ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া অনর্জিত ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করিয়া উচ্চতর মূল বেতন নির্ধারণ করা যাইবে।

১৮। সকল শিক্ষক/ কর্মকর্তা /কর্মচারীকে উচ্চতর পদে নিয়োগ/ পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্যসম্পাদন শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমন্বিত কার্যক্রমে অবদান এবং বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন ও বিবেচনায় আনিতে হইবে।

১৯। বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান:

কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচরণ বা কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অথবা/এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটিতে পারে অথবা বিশ্ববিদ্যায়ের স্বাভাবিক পরিবেশ/পরিস্থিতি বিঘ্নিত হইতে পারে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হইলে, সেই ক্ষেত্রে ভাইস-চান্সেলর তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠাইতে পারিবেন। উক্ত ছুটিকালীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্জিত ছুটি অথবা /এবং বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুরির ক্ষমতা ভাই-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে। তবে উক্ত ছুটি মঞ্জুরির বিষয়টি সিন্ডিকেটে রিপোর্ট করিতে হইবে। আরো শর্ত থাকে যে ভাইস-চ্যান্সেলরের অবর্তমানে উক্ত ছুটি প্রদানের ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

শর্ত থাকে যে, উক্ত আচরণ অথবা কার্যক্রম বিবেচনায় আনিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা সংবিধি অনুযায়ী ছুটিকালীন সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২০ । ১ (এক) মাসে পরপর ৩ (তিন) দিন অফিসে/বিভাগে বিলম্বে (আধা ঘণ্টা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ

কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্বের সময়সীমা) উপস্থিতির জন্য ১ (এক) দিনের বেতন কর্তনের সুপারিশের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/স্কুল/অফিস প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকিবে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ভাইস চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে বেতন কর্তন করা যাইবে।

২১। ছুটি মঞ্জুরি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারী, হঠাৎ অসুস্থতা ব্যতীত, কর্তব্যে অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অনুষদ/অফিস প্রধান উক্ত ব্যক্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুরির জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ভাইস-চ্যান্সেলর ছুটি মঞ্জুরির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শর্ত থাকে যে, অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রয়োজন হইবে, যাহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত চিকিৎসক কর্তৃক যাচাই করা যাইবে।

২২। **উৎসব ভাতাঃ**

সরকারি নিয়মানুযায়ী মুসলমান শিক্ষক/ কর্মকর্তা /কর্মচারিগণ দুই ঈদে দুইটি উৎসব ভাতা, হিন্দু শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণ দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুইটি উৎসব ভাতা এবং খ্রিস্টান শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণ ক্রিসমাস উৎসব উপলক্ষে দুইটি উৎসব ভাতা প্রাপ্য হইবেন। শর্ত থাকে যে, উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ববর্তী মাসে আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসব ভাতা প্রদান করিতে হইবে। আরো শর্ত থাকে যে নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যূনপক্ষে ৬ (ছয়) মাস (উৎসবের মাস ব্যতীত) চাকুরিকাল পূর্ণ হইলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উৎসব ভাতা প্রদান করা হইবে।

২৩। **ভবিষ্য তহবিলঃ**

নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে নিয়মিত ভিত্তিতে যোগদানের তারিখ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে চাঁদাভিত্তিক ভবিষ্য তহবিলের (Contributory Provident Fund) সুযোগ প্রদান করা হইবে। শর্ত থাকে যে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা, উক্ত তহবিলের আওতায় শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীতব্য বিধিতে উল্লেখ থাকিবে।

২৪। **চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ :**

ক) সাধারণভাবে একই পদবির শিক্ষক/ কর্মকর্তা/কর্মচারীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিতে যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ যাঁহার যোগদান আগে হইবে তিনি চাকুরিতে জ্যেষ্ঠ হইবেন।

খ) একই পদবির একাধিক শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী একই দিনে নূতনভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিলে নির্দিষ্ট শ্রেণী বা ক্যাটাগরিতে নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশে উল্লেখকৃত নামের মেধাক্রমিকের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

গ) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত কিংবা অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত শিক্ষক/ কর্মকতা/ কর্মচারী উচ্চতর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তিনি নিয়োগ অনুমোদনের পরবর্তী প্রথম কর্ম দিবসেই যোগদান করিতে পারিবেন । এই ক্ষেত্রে একই পদবীর

একাধিক শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর যোগদানের তারিখ একই হইলে এবং অব্যবহিত পূর্বপদের যোগদানের তারিখও একই হইলে, সেই ক্ষেত্রে নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশে উল্লেখকৃত নামের মেধাক্রমের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে । উল্লেখ্য যে, নির্বাচনী সুপারিশ অনুমোদনের তারিখ বা তাহার পূর্ব হইতে কোন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক /কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশের বাহিরে অবস্থান করিয়া স্বশরীরে উপস্থিত হইয়া আনুষ্ঠানিক নিয়োগ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন ও যোগদান না করা পর্যন্ত উক্ত নিয়োগ কার্যকর হইবে না । এই ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক যোগদানের তারিখ হইতে তাঁহার উচ্চতর পদের চাকুরিকাল গণনা করা হইবে।

ঙ) কোনো শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী উচ্চতর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় থাকিবে।

২৫। **সার্ভিস রেকর্ডঃ**

সকল স্থায়ী পদে নিয়োজিত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আলাদাভাবে সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর চাকুরি জীবনের সকল তথ্য (যোগদানের তারিখ, স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা, ছুটির হিসাব পদোন্নয়ন, নূতন নিয়োগ, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রাপ্তি, বদলী, শৃঙ্খলা, সংবিধির আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম, ইত্যাদি) লিপিদ্ধ থাকিবে। শিক্ষক ও কর্মকর্তার সার্ভির্স রেকর্ড ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক, ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর চাকুরির সার্ভিস রেকর্ড প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারির সার্ভিস রেকর্ড রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে। সকল সার্ভিস রেকর্ড রেজিস্ট্রার অফিসে সংরক্ষিত থাকিবে। ভাইস-চ্যান্সেলর এবং প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর উভয়ের অবর্তমানে বোর্ড অব ট্রাস্ট্রিজের সভাপতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সার্ভিস রেকর্ড প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে।

২৬। **বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট (বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি):**

ক) নিয়মিতভাবে নিয়োগকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়মিত চাকুরির **১** (এক) বৎসর পর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট / বেতন বৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেনা।

খ) ডীন, বিভাগীয় / অফিস প্রধান, অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপকগণের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুরির ক্ষমতা সরাসরি ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

গ) অন্যান্য শিক্ষক/ কর্মকর্তা /কর্মচারীর বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুরির ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় / অফিস প্রধানের সুপারিশক্রমে প্রো-ভাইস চান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ঘ) শর্ত থাকে যে, প্রো- ভাইস- চ্যান্সেলরের অবর্তমানে উক্ত ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৭। **চাকুরিকাল ও ছুটি গণনাঃ**

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত পদের বিপরীতে যোগদানের (চুক্তিভিত্তিক বা দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ব্যতীত) তারিখ (যে কোনো কর্ম দিবসের পূর্বাহ্নে) হইতে বিনা বেতনে ছুটি ব্যতীত চাকুরিকাল ও ছুটি গণনা করা হইবে।

শর্ত থাকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে দেশের/বিদেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশকৃত আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) সরকারী, আধা সরকারী,স্বায়ত্তশাসিত, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত পোস্টগ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট, মেডিক্যাল কলেজ,সরকারী ডিগ্রী কলেজ সমমর্যদার নিম্নে নহে এমন এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরি ও ছুটি গণনা করিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ চাকুরির তারিখ হইতে পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় সময়কালে অহরিত মূল বেতনের ৫% চাকুরির জন্য এবং ৫% ছুটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জমাদান সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরির সঙ্গে যুক্ত করা যাইবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার তারিখ হইতে প্রথম ১০(দশ) বৎসর পর্যন্ত অনধিক ১৫ (পনের) বৎসরের অন্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরি ও ছুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণনা করিয়া যুক্ত করা যাইবে।

২৮। **অন্যপদের দায়িত্ব অর্পণ ও দায়িত্ব ভাতাঃ**

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে ও সার্বিক স্বার্থে যোকোন শিক্ষক/কর্মকর্তাকে তাঁহার নিজ পদের দায়িত্ব হইতে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দিয়া অথবা নিজ পদে বহাল রাখিয়া ন্যূনপক্ষে সমমানের অথবা উচ্চতর পদের যথাক্রমে দায়িত্ব/অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা ভাইস-চ্যান্সেলরের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

শর্ত থাকে যে, ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রোভাইস-চ্যান্সেলর অথবা ট্রেজারারের অবর্তমানে তাঁহাদের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত পদের প্রারম্ভিক বেতন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তা নিজ মূল পদে প্রাপ্ত সর্বশেষ মূল বেতনের চেয়ে বেশি হইলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত পদের প্রারম্ভিক বেতনের ২০% ভাতা প্রাপ্ত হইবেন।

গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত পদের প্রারম্ভিক মূল বেতন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তার নিজ মূল পদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতনের চেয়ে কম অথবা সমান হইলে তাঁহার নিজ মূল পদে প্রাপ্ত বেতন ভাতার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রারম্ভিক মূল বেতনের ২০% ভাতা হিসাবে তাঁহাকে প্রদান করা যাইবে।

শর্ত থাকে যে, এই ধরনের অতিরিক্ত দায়িত্ব সাধারণভাবে অনধিক ১৮০ দিনের জন্য অর্পণ করা যাইবে। ইহার অতিরিক্ত সময়ের জন্য উক্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হইলে, উহা সিন্ডিকেট এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজে রিপোর্ট করিয়া অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে, উক্ত দায়িত্ব পালনের সময়কালে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তার মূল পদের চাকুরির জ্যেষ্ঠতা বজায় থাকিবে, এবং বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট যথা নিয়মে চালু থাকিবে যাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত পদের বেতনভাতার সঙ্গে তিনি প্রাপ্ত হইবেন।

(২৯) নিয়মিত চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ।

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বয়স যেইদিন ৬৫ (পয়সট্টি) বৎসর পূর্ণ হইবে তাহার পরের দিন হইতে তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন ।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বয়স যেইদিন ৬০ (ষাট) বৎসর পূর্ণ হইবে তাহার পরের দিন হইতে তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন ।

৩০। এই সংবিধি সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সিন্ডিকেটের সুপারিশক্রমে ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের উপর ন্যস্ত থাকিবে ।